অ্যাপার্টমেন্ট স্বপ্নের ঠিকানা...

জব্বার হোসেন

একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সফিক। খুব বেশি দিন নয়, হয়তো সময়ের হিসাবে ৭-৮ বছর হবে। অথচ এ সামান্য কয়েক বছর চাকরি করেই সফিক একটি অ্যাপার্টমেন্টের বুকিং দিয়েছেন। যা আমাদের মধ্যবিত্ত ধারণায় মনে হতে পারে রীতিমতো অবিশ্বাস্য, দুঃসাধ্য। অথচ সেই কাজটি খুব সহজেই করেছেন সফিক। আসলে স্বপ্নটা সেই ছোটবেলার। সফিকের চাকরিজীবী বাবা আলম সাহেবও চাইতেন এ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। তার একটা ঠিকানা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তা করেন নি। সারা জীবন শহরে চাকরি করেও তাকে ফিরে যেতে হয়েছে মফস্বল শহর টাঙ্গাইলে, পৈত্রিক ঠিকানায়। সফিক এবং তার বাবা দুজনই স্বপ্ন দেখেছেন এ শহরে থাকার কিন্তু দু'জনের সেই স্বপ্নের মধ্যে ছিল ব্যাপক পার্থক্য, সময়ের সঙ্গে বাস্তবতার দূরত্ব যার অন্যতম কারণ।

সফিকের বাবা আলম সাহেব স্বপ্ন দেখেছিলেন ঠিকই তবে তা একক বাড়ির। বাড়ির জন্য নানা জায়গায় জমিও দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু শুধু জমি থাকলেই তো চলবে না। সেটাকে বাড়ি তৈরির উপযোগী করতে হবে। সেখানে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিপরীত বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় আলম সাহেবকে। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত সফিক তার বাবাকে দেখেই প্রথম শিক্ষা নেন। তিনি উপলব্ধি করেন এখন সময় বদলে গেছে, চাইলেই একজন মধ্যবিত্তের পক্ষে শহরে একক বাড়ির স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি স্বপ্নপূরণে বেছে নেন স্কয়ার ফিটের জীবন। কেননা বাস্তবতা এখন স্কয়ার ফিটের হিসাবকেই সমর্থন করে। সফিক হয়তো পারতেন সাভার বা ঢাকার আশপাশে জমি কিনতে, বাড়ি করতে। কিন্তু সেটার পেছনে যে সময়, শ্রম বিনিয়োগের প্রয়োজন সেটা খরচ করার সময়, সুযোগ তার কোথায়?

তাছাড়া সাভার বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাড়ি করলে প্রতিদিন যাতায়াত বাবদ যে পরিমাণ টাকা খরচ হবে তাতে লাভ কোথায়? আমাদের এখানে তো এখনো বাইরের মতো কমিউটার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ডেভেলপ করেনি। ফলে একক বাড়ির আবেগের জায়গায় সফিকের কাছে গুরুত্ব পেয়েছে অ্যাপার্টমেন্টের যুক্তি। তার বাবা মফস্বলে চলে যাবার পর পড়াশোনার বাকিটা শেষ করতে সফিককে থাকতে হয়েছে কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, বন্ধুদের মেসে বা আত্মীয়ের বাসায়। কিন্তু কোথাও সফিক স্বাচ্ছন্দ্য জীবন পাননি। ভেতরে একটা 'অপ্রাপ্তি' অনুভব করেছেন তিনি। মনে হয়েছে এ সবগুলো জায়গার কোনোটিই তার নিজের নয়। একটা স্বপ্নের বীজ তখন থেকেই তার মধ্যে রোপিত হয়েছিল- এ শহরে কোথাও নিজের একটা ঠিকানা। একেবারে নিজস্ব ঠিকানা। আর এ কারণেই ভেতরে ভেতরে অনেকটা মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি।

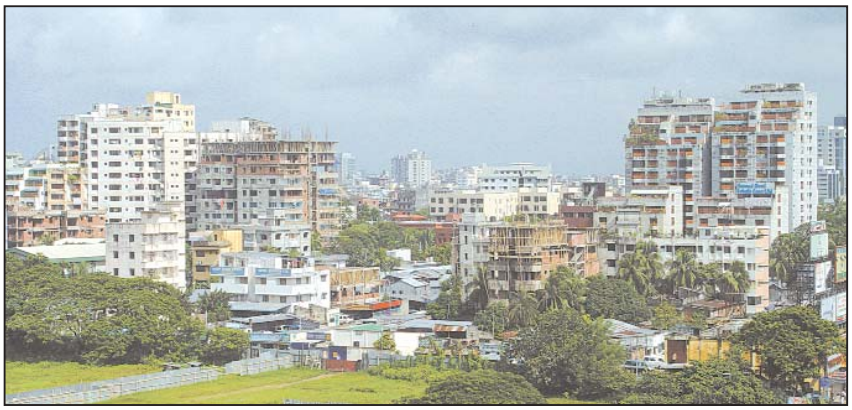

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি শেষে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন সফিক। দু'বছরের মাথায় প্রমোশন হয়। বিয়েও করেন। এবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সঙ্গী হয় তার স্ত্রী নিজেও। চাকরিজীবী এ দম্পতি প্রতি মাসেই একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা জমানোর নিরন্তর সংগ্রামে নেমে পড়েন। সফিক বড় ভাড়া বাড়ি ছেড়ে শ্যামলীতে ছোট দুই রুমের একটা বাসা ভাড়া নেন। বেঁচে যাওয়া সামান্য টাকা জমানোর চেষ্টা করলেন। এর মধ্যে চাকরিও পরিবর্তন হয় সফিকের, বেতন বাড়ে। কয়েক বছরের মাথায় স্বপ্নের কাছাকাছি চলে আসেন সফিক দম্পতি। আর এ স্বপ্ন পূরণে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে বেসরকারি নির্মাতা আর ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো।

মূলত এদেশের মধ্যবিত্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর স্বপ্নপূরণে প্রথম এগিয়ে আসে ইস্টার্ন হাউজিং। ১৯৭৮ সালে ইস্টার্ন হাউজিং ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরির মাধ্যমে প্রথম নিজেদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নিয়ে আসে। শুরুর দিকে মধ্যবিত্তের আগ্রহ ছিল না অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি। '৮০র দশকে অ্যাপার্টমেন্ট কেনাটা ছিলো স্ট্যাটাসের বিষয়। দামও ছিল বেশি। ধীরে ধীরে ইস্টার্নের সাফল্য এবং জনপ্রিয়তায় এগিয়ে আসে অনেকেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণী-গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে কোনো ব্যবসাই এ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে বিস্তার লাভ করতে পারবে না। সে কথা বিবেচনা করে নির্মাতারাও মধ্যবিত্ত শ্রেণী-গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করে। ৯০-এর দশকের শুরুতে অ্যাপার্টমেন্ট চলে আসে উচ্চ মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। ৯০-পরবর্তী সময়ে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্টুডিও এবং ছোট অ্যাপার্টমেন্টকে প্রাধান্য দেয় বেশি। ক্রেতা-চাহিদাও যায় বেড়ে।

আর্থ সামাজিক কারণেই আমাদের পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। বদলে গেছে আমাদের লিভিং কনসেপ্ট। যা মধ্যবিত্তকেও নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে। এখন আর একজন শহুরে নাগরিক একক বাড়ি করার স্বপ্ন দেখে না। স্কয়ার ফিটের হিসাবেই ঠিকানা খোঁজে। কারণ, উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের কাছে বসবাসের জন্য লোকেশন, নিরাপত্তা, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের পক্ষে হয়তো লালমাটিয়া, কলাবাগান কিংবা উত্তরায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনা সম্ভব কিন্তু একই এলাকায় একক বাড়ি করা এবং সেই সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টের সুযোগ সুবিধা পাওয়া সম্ভব কিনা সেটা ভেবে দেখার বিষয়। অর্থাৎ সার্বিক বিবেচনা মধ্যবিত্তকে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে যেতেই পরামর্শ দেয়।

অনেকেই হয়তো ভাবেন, অ্যাপার্টমেন্ট মানেই উচ্চবিত্তের বিষয়, ২০-৩০ লাখ টাকার ব্যাপার, তা কিন্তু নয়। আপনাকে একসঙ্গে এতো টাকা না দিতে পারলেও চলবে। বরং কিছু টাকা দিয়ে আপনার স্বপ্ন দেখার ব্যবস্থা আছে, সেই সঙ্গে আছে স্বপ্ন বাস্তবায়ন বা সমাধানের পথ। ধরুন উত্তরায় আপনি ১২০০ স্কয়ার ফিটের একটি অ্যাপার্টমেন্ট পছন্দ করেছেন, যার মোট মূল্য পার্কিংসহ ২৩ লাখ টাকা। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আপনি সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। এতে করে আপনি ১৬ লাখ ১০ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা পাবেন। এবং তা আপনি সর্বোচ্চ ২০ বছরে শোধ করতে পারেন। বাকি ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে হবে আপনাকে। আপনি ব্যাংক বা অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নেবেন। ঋণের চুক্তি অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানটি ৭০% টাকা অ্যাপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানকে দেবে। আপনি দেবেন বাকি ৩০%। আরেকটি বিষয় হলো, ঋণের কারণে আপনাকে সুদও পরিশোধ করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান উভয়ই আপনাকে সাহায্য করবে উদারভাবে।

স্কয়ার ফিটের জীবন মানে বন্দি জীবন এখন আর এ কথা কোনো যুক্তিতেই টিকবে না। কেননা স্কয়ার ফিটের হিসাবে বসবাস করছি আমরা। স্কয়ার ফিটের জীবনই আজকের নাগরিক বাস্তবতা...

একটা সময় ছিলো যখন বাড়ির লোনের জন্য মানুষকে ধরনা দিতে গিয়ে নানা রকম হয়রানির শিকার হতে হতো। এখন অবশ্য লোন স্বল্পতা, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সাধারণ মানুষের হয়রানির সুযোগটুকুও নেই বললেই চলে। হাউজ বিল্ডিংয়ের লোন এখন অনেকটা বিলুপ্তপ্রায় বিষয়। রাষ্ট্রীয় এ ব্যর্থতার কারণে এখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডিবিএইচ, ন্যাশনাল হাউজিং, আইডিএলসি, এইচএসবিসি, এনসিসি ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকের মতো বেসরকারি ব্যাংক এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। সহজ শর্তে গৃহায়ণ ঋণ দিচ্ছে তারা। ফলে ফ্ল্যাট কেনার বিষয়টি এখন আরো সহজ থেকে সহজতর হয়েছে।

শুরুতে যে সফিকের কথা বলেছিলাম তিনি ৬৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিলেন। যার মোট মূল্য ছিল ১০ লাখ ৪০ হাজার টাকা। সর্বোচ্চ ঋণ সুবিধা পেয়েছিলেন তিনি। ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান দিয়েছিল ৭ লাখ ২ হাজার টাকা। আর বাকি ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা ছিল সফিকের নিরন্তর পরিশ্রমের ফসল। এ কারণেই তিনি এতো সহজে তার স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। সফিক ছিলেন অনেক বেশি আধুনিক, নাগরিক বোধে অনুপ্রাণিত মানুষ। স্কয়ার ফিটের জীবন মানে বন্দি জীবন এখন আর এ কথা কোনো যুক্তিতেই টিকবে না। কেননা স্কয়ার ফিটের হিসাবে বসবাস করছি আমরা। স্কয়ার ফিটের জীবনই আজকের নাগরিক বাস্তবতা।

সাপ্তাহিক ২০০০ পাঠকের জন্য দেশের সেরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাম্প্রতিক প্রজেক্টের ভিত্তিতে স্কয়ার ফিটের হিসাবে তালিকা প্রকাশ করেছে। এখান থেকে আপনার স্বপ্নের ঠিকানা খুঁজে নিতে পারেন।

৭০০-১০০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট

এই আয়তনসীমার মধ্যে বিটিআই-র অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে কল্যাণপুর ও বাড্ডায়। দক্ষিণ কল্যাণপুরে ৮৬৯ স্কয়ার

ফিটের কন্টিনেন্টাল প্রজেক্টে রয়েছে ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ২ বাথ ও কিচেন। আর উত্তর বাড্ডার স্বাধীনতা সরণিতে ৯৯৪ স্কয়ার ফিটের গ্লোরি হোমস প্রজেক্টে পাবেন ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ২ বাথ, ১ সার্ভেন্টস টয়লেট ও কিচেন। উল্লেখ্য, প্রজেক্ট দুটিই ৬ তলা। প্রথম প্রজেক্টটি আগামী জুন ২০০৬ এবং দ্বিতীয়টি অক্টোবর ২০০৭ নাগাদ হস্তান্তর করা হবে।

এভারেস্ট হোল্ডিংয়ের প্রজেক্ট রয়েছে সিদ্ধেশ্বরী, আর কে মিশন রোড এবং উত্তরায়। সিদ্ধেশ্বরীতে ৯১৫ স্কয়ার ফিটের এভারেস্ট সোয়াডিসকেন্ট (অন্তরা) এবং ৯৬৫ স্কয়ার ফিটের এভারেস্ট সোয়াডিসকেন্ট (পরমা) প্রজেক্টে পাবেন ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২-৩ বাথ এবং বারান্দা। এভারেস্ট অ্যাজাক্সে পাবেন ৯০০ এবং ৯৪৫ স্কয়ার ফিটের মধ্যে ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২-৩টি বাথ এবং বারান্দা। উত্তরায় ১০০০ স্কয়ার ফিটের এভারেস্ট এলডোরাডো (পেনডোরা) প্রজেক্টে রয়েছে ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ১ ড্রেসিং, কিচেন, ২ বাথ এবং ২ বারান্দা। এভারেস্ট সোয়াডিসকেন্ট, অ্যাজাক্স এবং এলডোরাডো প্রজেক্টসমূহ হস্তান্তর করা হবে যথাক্রমে আগামী ডিসেম্বর ২০০৭, জুন ২০০৭ এবং ডিসেম্বর ২০০৭-এ।

মিরপুরে শেলটেকের প্রজেক্টে রয়েছে ৯৮৫, ৯৯৫ ও ১০১৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। ৬ তলা এই প্রজেক্টের প্রায় প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ২-৩টি বেড, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বারান্দা এবং ২ বাথ। প্রজেক্টটি আগামী ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সাল নাগাদ হস্তান্তর করা হবে।

জিগাতলায় আরবান ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের 'আরবান শ্যাডো' প্রজেক্টে রয়েছে ৫২৫, ৭০১, ৭২৪, ৭৯৩, ৮০৩, ৯০৩, ৯১১, ৯৫৭ এবং ৯৭৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। এই আয়তনসীমার মধ্যে পাবেন ২-৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বাথ ও ২-৩টি বারান্দা। ১২ তলা এই প্রজেক্টটি আগামী সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ হস্তান্তর করা হবে।

এই আয়তনসীমার মধ্যে এভালন ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে নিউ ইস্কাটন ও উত্তরায়। নিউ ইস্কাটনে ৮০০ স্কয়ার ফিটের 'মীরাবেলা' প্রজেক্টে পাবেন ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ৩ বাথ, কিচেন ও ২টি বারান্দা। আর ৯০০ স্কয়ার ফিটের 'এভালন মেরী' প্রজেক্টে পাবেন ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ৩ বাথ, কিচেন এবং ২টি বারান্দা। ইস্কাটনের এই প্রজেক্ট দুটি হস্তান্তর করা হবে যথাক্রমে আগামী আগস্ট ২০০৬ এবং এপ্রিল ২০০৭-এ। উত্তরায় এভালনের ৯৩০ স্কয়ার ফিটের 'এভনডেল' প্রজেক্টে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ২ বাথ, কিচেন ও ২টি বারান্দা। এই ৬ তলা প্রজেক্টটি আগামী ২০০৭-এ হস্তান্তর করা হবে।

মিরপুরে রাসেল লজ হোল্ডিংসয়ের রাসেল ভিলাতে ৬৫০-৭০০ স্কয়ার ফিট, রাসেল নূর প্যালেসে ৮৬৫-৯৫৫ স্কয়ার ফিট, পশ্চিম ধানমন্ডিসংলগ্ন রাসেল ইংলিশ গার্ডেন ভিলেজে ৭৩০, ৮১০, ৯০০, ৯৮০, ৯৬৫ স্কয়ার ফিট, পশ্চিম ধানমন্ডির রাসেল লজ অনন্যতে ৮৩০, ৮৫৫, ৯১০, ৯৩৫, ৯৬৫ স্কয়ার ফিট, রায়েরবাজারে রাসেল মদিনা লজে ৯১০, ৯২০, ৯৬০, ৯৮০, ৮৮০ স্কয়ার ফিট, শ্যামলীতে রাসেল ড্রিমে ৯০০, ৯৫৫ স্কয়ার ফিট, সার্কুলার রোডে রাসেল মল্লিকাতে ৮৮৫, ৮৯০, ৯৩০ স্কয়ার ফিট, হাটখোলায় রাসেল সেন্টারে ৬২৫, ৬৯০, ৭৬০, ৭৮৫ স্কয়ার ফিট এবং উত্তরায় রাসেল পিয়ানোতে ৯৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই আয়তনসীমার অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে ২-৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বারান্দা এবং ২টি টয়লেট রয়েছে। উল্লেখ্য, রাসেল ভিলা, রাসেল ড্রিম, রাসেল চন্দ্রমল্লিকা প্রজেক্টগুলো আগামী সেপ্টেম্বর ২০০৫ নাগাদ হস্তান্তর করা হবে। রাসেল মদিনা লজ, রাসেল পিয়ানো এবং রাসেল নন্দিনী ডিসেম্বর ২০০৬ নাগাদ হস্তান্তর করা হবে।

নগর হোমসের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন নয়াপল্টন, জনসন রোড, সেগুনবাগিচা, এলিফ্যান্ট রোড ও উত্তরায়। নয়াপল্টনে ৯২৫ স্কয়ার ফিটের নগর তরুছায়া, জনসন রোডে ৯৫৫ স্কয়ার ফিটের নগর সিদ্দিকী প্লাজা, সেগুনবাগিচায় ১০৫০ স্কয়ার ফিটের নগর ছায়াবীথি, উত্তরায় ১০৬৫ স্কয়ার ফিটের নগর স্বপ্নিল এবং এলিফ্যান্ট রোডে ১০৬০ স্কয়ার ফিটের নগর রৌদ্রছায়া অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে। প্রায় প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্টে ২-৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২-৩ বাথ ও বারান্দা পাবেন। উল্লেখ্য, নগর তরুছায়া অক্টোবর ২০০৭, নগর সিদ্দিকী প্লাজা এপ্রিল ২০০৮, নগর ছায়াবীথি নবেম্বর ২০০৮, নগর স্বপ্নিল ফেব্রুয়ারি ২০০৭ এবং নগর রৌদ্রছায়া এপ্রিল ২০০৭ নাগাদ হস্তান্তর করা হবে।

এই আয়তনসীমার মধ্যে হোম ডিজাইনের অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট পাবেন টিকাটুলী এবং পল্লবীতে। পল্লবীর হোম ক্রিস্টাল প্যালেসে রয়েছে ৭৮৫, ৮৫০ ও ১০০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। ৭৮৫ ও ৮৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্টে পাবেন ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বাথ ও ২ বারান্দা। আর ১০০০ স্কয়ার ফিটে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ ও বারান্দা রয়েছে।

টিকাটুলীতে ৯৫০ স্কয়ার ফিটের হোম ডলি অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্টে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ ও ৩টি বারান্দা। এই ৬ তলা প্রজেক্ট দুটি হস্তান্তর করা হবে যথাক্রমে আগামী মার্চ ২০০৭ এবং ডিসেম্বর ২০০৭-এ।

এলিয়েন প্রোপার্টিজের অ্যাপার্টমেন্ট

আর্থ সামাজিক কারণে আমাদের পরিবার কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। বদলে গেছে আমাদের লিভিং কনসেপ্ট। যা মধ্যবিত্তকেও নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে। এখন আর একজন শহুরে নাগরিক একক বাড়ি করার স্বপ্ন দেখে না। স্কয়ার ফিটের হিসাবেই ঠিকানা খোঁজে

প্রজেক্ট রয়েছে মিরপুর এবং খিলগাঁওয়ে। মিরপুরে এলিয়েন প্রিমরোজে রয়েছে ৯৫০, ১০৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। আর খিলগাঁও এলিয়েন পার্ক রিসোর্টে রয়েছে ৭৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। এ আয়তনসীমার অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে আপনি ২-৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ২-৩ বাথ, কিচেন, ২-৩টি বারান্দা পাবেন। প্রজেক্ট দুটি হস্তান্তর করা হবে যথাক্রমে জুন ২০০৮ এবং নবেম্বর ২০০৭-এ।

নাভানা রিয়েল এস্টেটের বায়তুল আমানে রয়েছে ৯৯৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। এই আয়তনের মধ্যে ২-৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বাথ, ২-৩টি বারান্দা রয়েছে।

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের ছোট অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে জিগাতলায়। ৯৪৫ এবং ৯৮০ স্কয়ার ফিটের জিগাতলা জেনিথ প্রজেক্টে রয়েছে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বাথ ও ২টি বারান্দা।

এই আয়তনসীমার মধ্যে র‍্যাংগ্‌স প্রোপার্টিজ লিমিটেডের অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে ওয়ারী, বারিধারা এবং উত্তরায়। ওয়ারীতে ৬৫০ এবং বারিধারায় ১০০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই আয়তনের মধ্যে ২ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২-৩ বাথ, ২-৩টি বারান্দা রয়েছে। এই অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্টগুলোর মধ্যে ওয়ারী ১ বছর এবং অন্যান্য ২ বছরের মধ্যে হস্তান্তর করা হবে।

এনা প্রোপার্টিজের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে কলাবাগানে। ৮৫০-১১৬০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্টে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ, ৩ বারান্দা।

অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জিগাতলায় এড হেরিটেজ প্রজেক্টে পাবেন ১০৫০ এবং ১২৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। এতে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বাথ এবং বারান্দা।

১১০০-১৭০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট

হামিদ রিয়েল এস্টেটের উত্তরার একটি প্রজেক্ট রয়েছে এই আয়তনসীমার মধ্যে। ১৬৩৮ স্কয়ার ফিটবিশিষ্ট প্রিয়াঙ্গনের এই ৬ তলা অ্যাপার্টমেন্টে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বারান্দা ও ৪টি বাথ।

ডোম-ইনোর অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট পাবেন কলাবাগান, গ্রিনরোড, এলিফ্যান্ট রোড, সেগুনবাগিচা, মগবাজার, ইস্কাটন, পুরানা পল্টন এবং উত্তরায়। কলাবাগানে ১২৫০-১৩৪৫ স্কয়ার ফিট, গ্রিন রোডে ১৫৫৫, ১৭২০, ১৩৭৫ স্কয়ার ফিট, মোহাম্মদপুরে ১৬০০-১৯০০ স্কয়ার ফিট, নিকেতনে ১৪৬৫-১৫০৫ স্কয়ার ফিট, লালমাটিয়ায় ১২০৫-১৮৩০ স্কয়ার ফিট, এলিফ্যান্ট রোডে ১২৫০-১২৭৫ স্কয়ার ফিট, পল্টনে ১০৮০, মগবাজারে ১২৫০-১৫৭০ স্কয়ার ফিট, ইস্কাটনে ১৫০৫-১৫৪৫ স্কয়ার ফিট, উত্তরায় ১৪০০-১৬১০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের। প্রত্যেক অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্টে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন ৩ বাথ, ৩টি বারান্দা রয়েছে। উল্লেখ্য, সবগুলো প্রজেক্টই আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে হস্তান্তর করা হবে।

> অনেকে হয়তো ভাবেন, অ্যাপার্টমেন্ট মানেই উচ্চবিত্তের বিষয়, ২০-৩০ লাখ টাকার ব্যাপার, তা কিন্তু নয়। আপনাকে একসঙ্গে এতো টাকা না দিতে পারলেও চলবে। বরং কিছু টাকা দিয়ে আপনার স্বপ্ন দেখার ব্যবস্থা আছে, সেই সঙ্গে আছে স্বপ্ন বাস্তবায়ন বা সমাধানের পথ

কম্প্রিহেনসিভ হোল্ডিংসের অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মগবাজার এবং পশ্চিম ধানমন্ডিতে। ধানমন্ডিতে ১৬৬০ স্কয়ার ফিটের ফ্লোয়েনশিয়াতে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, কিচেন, বারান্দা। মোহাম্মদপুরে ১১৪০ স্কয়ার ফিটের প্রান্তিকে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৩ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম এবং বারান্দা। মগবাজারে রোজাভিস্তাতে রয়েছে ১১০০, ১২০৫, ১১৯৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। এতে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, ৩ বাথ, বারান্দা। পশ্চিম ধানমন্ডিতে এলভোরা লিলিতে রয়েছে ১১০৮-১১৯৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। এতে রয়েছে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং ফ্যামিলি লিভিং, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, কিচেন, বারান্দা, ৩ বাথ।

র‍্যাংগ্‌স প্রোপার্টিজের ধানমন্ডি, উত্তরা, লালমাটিয়া, নিকেতন, ওয়ারী, ইস্কাটন, খিলগাঁও, বারিধারা, নিউ ডিওএইচএস ও বনানীত এই আয়তন সীমার প্রজেক্ট রয়েছে। এই প্রজেক্টগুলোতে আপনি পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং ফ্যামিলি লিভিং, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, কিচেন, ৩ বাথ ও বারান্দা। প্রজেক্টগুলোর বেশিরভাগই ৬ তলা এবং হস্তান্তরের মোট সময় ২ বছর।

এই আয়তন সীমার মধ্যে দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে ধানমন্ডি, গার্ডেন রোড, সেগুনবাগিচা এবং নিকেতনে। ধানমন্ডি সানফ্লাওয়ার প্রজেক্টে ১৪৫৬, ১৫২১ ও ১৫৬৩ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এতে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, ২টি বারান্দা। গার্ডেন রোডে গার্ডেন ভিউয়ে ১১৩৫, ১১৮৪, ১৩৬৪, ১৪১৮, ১৪৩৫, ১৪৫৭, ১৫০২, ১৫৩৬, ১৫৫৮, ১৬০৮, ১৭৩৬ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এতে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, ২-৩টি বারান্দা। সেগুন বাগিচার স্বজন টাওয়ারে ১৪০৩, ১৪১৭ এবং ১৫০৩ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এতে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, ২-৩টি বারান্দা। নিকেতনের নিকেতন নীলিমায় ১৪৭৬, ১৪৯৩, ১৪৯৮ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এতে রয়েছে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, ২টি বারান্দা। প্রজেক্টগুলো হস্তান্তর হবে যথাক্রমে জুলাই ২০০৭, ডিসেম্বর ২০০৬, ডিসেম্বর ২০০৭ এবং জুন ২০০৭ নাগাদ।

নাভানা রিয়েল এস্টেটের প্রজেক্টে রয়েছে শুক্রাবাদ, নিকেতন, ওয়ারী, হাটখোলা, গ্রিনরোড, মিরপুর, উত্তরা, মোহাম্মদপুর এলাকায়। এই সীমার মধ্যে বাইতুল আমানে ১১৯০, ১২৩৫, ১২৯০ স্কয়ার ফিট এবং মোহাম্মদপুরে ১৭০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন।

নিকেতনে ১৪০০, ১৩৭০, ১৩২৫, ১৪৫০, ১৪৯৫, ২২৬০ স্কয়ার ফিট, শুক্রবাদে ১১০০, ১১৮৯, ১২২৩, ১২৭০, ১৩৫০, ১৩৬৬, ১৩০৭, ১৩৮৮ স্কয়ার ফিট, মিরপুরে ১১৩৮, ১১৬০ স্কয়ার ফিট, হাটখোলায় ১২৯৮, ১৩০৫, ১২৫৫, ১৩৪৫, ১৪৩৫, ১৪৫২, ১৪৭৪ স্কয়ার ফিট, উত্তরায় ১৫৩০, ১৫৪০, ১৫৫৫, ১৫৮০, ১৬৫৫, ১৬১৫, ১৬৩০ স্কয়ার ফিট, গ্রিন রোডে ১২১০, ১২৬৫, ১৩৯০, ১৪০৫, ১৫০০, ১৫৪০ স্কয়ার ফিট এবং ওয়ারীতে ১৩৯০, ১৩৭৫,

১৫২৫, ১৪৬০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এ প্রজেক্টগুলোতে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ২-৩ বারান্দা, ৩-৪ টয়লেট। উল্লেখ্য, প্রতিটি প্রজেক্টের হস্তান্তর সময় মোট ২ বছর।

এলিয়েন প্রোপার্টির প্রজেক্ট রয়েছে ধানমন্ডি, উত্তরা, ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর। ধানমন্ডিতে রয়েছে ১২৫০, ১৪৫০, ১৫০০ স্কয়ার ফিট। ক্যান্টনমেন্টে ১১২৫, ১২১০, ১২৩০ স্কয়ার ফিট। উত্তরায় ১৪৫০ স্কয়ার ফিট, মোহাম্মদপুর ১১৫০ এবং মিরপুর পর্বতায় ১২০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন। এই অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্টগুলোতে রয়েছে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, কিচেন, ৩ বাথ, ২-৩টি বারান্দা। প্রজেক্ট হস্তান্তর হবে যথাক্রমে আগামী জুন ২০০৭, জুলাই ২০০৭, নবেম্বর ২০০৭ এবং জুন ২০০৮-এ।

এই আয়তন সীমার মধ্যে আরবান ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রজেক্ট রয়েছে ধানমন্ডি এবং উত্তরায়। ধানমন্ডিতে আরবান হারমনিতে ১৪০০, ১৪৩০, ১৪৩৫, ১৪৬৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। আরবান অরচার্ডে রয়েছে ১৭০০ স্কয়ার ফিট, আরবান লজে ১৪৫০ স্কয়ার ফিট, আরবান ব্লেসিংয়ে ১৫৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। আর উত্তরায় আরবান রে'তে পাবেন ১২৮০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। ৬ তলা এই প্রজেক্টগুলোতে রয়েছে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৩ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্টস রুম এবং বারান্দা। আরবান হারমনি, অরচার্ড, লজ, রে, ব্লেসিং প্রজেক্টগুলো হস্তান্তর করা হবে যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০০৭, জুন ২০০৬, নবেম্বর ২০০৬, মার্চ ২০০৭ এবং ডিসেম্বর ২০০৭-এ।

নগরহোম্সের এলিফ্যান্ট রোড, তল্লাবাগ, রায়ের বাজার, সদরঘাট, উত্তরা, সেগুনবাগিচা, নয়াপল্টন, নিকেতন বারিধারা ডিওএইচএস এলাকায় অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে। তার মধ্যে নয়া পল্টনে নগর তরুছায়ায় ১১৫৫, ১৪৭০ স্কয়ার ফিট, রায়েরবাজারে নগর সবুজ ছায়ায় ১১৩৫, ১২৭৫, ১৩০৫, ১৪৫০ স্কয়ার ফিট, উত্তরায় নগর নীড়ে ১২১০, ১৪১০, ১৬১৫ স্কয়ার ফিট। নগর সাগরিকায় ১২৫০, নগর স্বপ্নিলে ১৪৯০। নগর সাহেরায় ১২২৫, ১৬০০ এবং নগর বনলতায় ১৪৬৫, ১৪৭০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে।

নিকেতনে নগর দিবালয়ে ১৩৫৫ স্কয়ার ফিট, সোবহানবাগে ১২৬০, ১৪৮৫ স্কয়ার ফিট, সদরঘাট নগর সিদ্দিকী প্লাজায় ১৪১০, ১৪৪৬ স্কয়ার ফিট, নিকেতনে নগর শ্যামল ছায়ায় ১২৭৫, ১৪২৫, ২১০০ স্কয়ার ফিট, এলিফ্যান্ট রোডে নগর রৌদ্রছায়ায় ১৩৮০ স্কয়ার ফিট, সেগুন বাগিচায় নগর ছায়াবীথিতে ১২৫০, ১৫০০, ১৬০০ স্কয়ার ফিট ও বারিধারায় নগর গাংচিলে ১৪৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই আয়তনের মধ্যে আপনি পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, টয়লেটসহ সার্ভেন্টস রুম, কিচেন, ২-৩ বাথ, ৩-৪টি বারান্দা। নগর সাগরিকা নবেম্বর ২০০৬ সাল নাগাদ হস্তান্তর করা হবে। বাকি প্রায় সব প্রজেক্ট ২০০৭-এর বিভিন্ন সময় হস্তান্তর করা হবে।

রাসেল লজ হোল্ডিংসের মিরপুরে রাসেল রাহাতুনে ১২৫০, ১৪২০ স্কয়ারফিট, পশ্চিম ধানমন্ডিতে রাসেল হক অনন্যাতে ১১১০, ১২১৫, ১১৪৫, ১৩৬০, ১৪২০ স্কয়ার ফিট। রাসেল ইংলিশ গার্ডেন ভিলেজে ১১০০, ১২০০, ১৩০০, ১৩৫০, ১৪০০, ১৬০০, ১৭০০ স্কয়ার ফিট, রায়ের বাজারে রাসেল মদিনা লজে ১০৮০, ১১৩০ স্কয়ার ফিট, শ্যামলীতে রাসেল ড্রিমে ১০৭৫, ১১০০, ১১২৫, ১২০০ স্কয়ার ফিট, সার্কুলার রোডের রাসেল চন্দ্রমল্লিকায় ১০২০, ১৩৭০, ১২৬৫ স্কয়ার ফিট, হাটখোলার রাসেল সেন্টারে ১১৭৫, ১২৯৫, ১৩৯০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। উত্তরায় রাসেল কোর্টে ১৪০০, ১৪৫০ স্কয়ার ফিট, রাসেল পিয়ানোতে ১৩৫০, ১৪৭০ স্কয়ার ফিট, রাসেল গার্ডেনে ১৫০০ স্কয়ার ফিট। মোহাম্মদপুরে রাসেল নন্দিনীতে ১৩৫০, ১৪৫০, ১৫০০, ১৫৫০, ১৬৩০, ১৬৬০, ১৭০০ স্কয়ার ফিট এবং কলাবাগানে রাসেল করিমে ১২০০, ১২৪০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই আয়তনের মধ্যে ৩-৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২-৩ বাথ, ২-৩ বারান্দা পাবেন। এর মধ্যে রাসেল মদিনা লজ, ড্রিম, চন্দ্রমল্লিকা, রাসেল সেন্টার, পিয়ানো, নন্দিনী হস্তান্তর করা হবে যথাক্রমে জুন ২০০৬, সেপ্টেম্বর ২০০৫, ডিসেম্বর ২০০৭, ডিসেম্বর ২০০৬-এর মধ্যে।

এভালন ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন মগবাজার, নিউ ইস্কাটন, সেগুনবাগিচা এবং লালমাটিয়ায়। মগবাজারের এভালন ভিলাসে ১১৫০ স্কয়ার ফিট, নিউ ইস্কাটনের মীরাবেলায় ১১০০ স্কয়ার ফিট, সেগুন বাগিচার প্রভেস্ট-এ ১৩২৫-১৪৫২ স্কয়ার ফিট এবং লালমাটিয়ার পোর্টোফাইন প্রজেক্টে ১১৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই আয়তনের মধ্যে আপনি পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ, ৩টি বারান্দা। উল্লেখ্য, প্রজেক্টগুলো আগামী ২০০৬ ও ২০০৭ নাগাদ হস্তান্তর করা হবে।

এই আয়তন সীমার মধ্যে শেলটেকের অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে মিরপুর, উত্তরা,

কোন এলাকায় স্কয়ার প্রতি দাম কত

এলাকা		স্কয়ারফিট	এলাকা		স্কয়ারফিট
উত্তরা	-	১৮০০ - ২১০০	শ্যামলী	-	১৭০০ - ১৮০০
গুলশান	-	২২০০ - ২৫০০	মোহাম্মদপুর (সামনে)	-	১৮০০ - ২০০০
বনানী	-	২০০০ - ২৩০০	মোহাম্মদপুর (ভেতরে)	-	১৬০০ - ১৭০০
বারিধারা	-	২৪০০ - ২৫০০	লালমাটিয়া	-	২২০০ - ২৪০০
ধানমন্ডি	-	৩০০০ - ৩৫০০	কলাবাগান	-	২০০০ - ২২০০
ধানমন্ডি (লেকসাইড)	-	৪৫০০	গ্রিনরোড	-	১৮০০ - ২০০০
ইস্কাটন	-	২০০০ - ২২০০	জিগাতলা	-	৯০০ - ২০০০
বেইলি রোড	-	২০০০ - ২২০০	আজিমপুর	-	১৭০০ - ১৮০০
সিদ্ধেশ্বরী	-	১৮০০ - ২০০০	মিরপুর পল্লবী	-	১৫০০ - ১৭০০
পল্টন	-	১৮০০ - ২০০০	মিরপুর (অন্যান্য)	-	১৫০০ - ১৬০০
সেগুনবাগিচা	-	১৯০০ - ২০০০	ওয়ারী	-	১৮০০ - ২০০০
মগবাজার	-	১৭০০ - ১৮০০	ফার্মগেট	-	১৬০০ - ১৭০০

শুরুর দিকে মধ্যবিত্তের আগ্রহ ছিল না অ্যাপার্টমেন্টের প্রতি। '৮০র দশকে অ্যাপার্টমেন্ট কেনাটা ছিলো স্ট্যাটাসের বিষয়। দামও ছিল বেশি। ধীরে ধীরে ইস্টার্নের সাফল্য এবং জনপ্রিয়তায় এগিয়ে আসে অনেকেই

বনানী, গুলশান, সিদ্ধেশ্বরী, রাজারবাগ, পরিবাগ, কলাবাগান ও মোহাম্মদপুরে। মিরপুরে ১১৮৫-১৩৬০ স্কয়ার ফিট, উত্তরা ১১১০-১৬৭০ স্কয়ার ফিট, বনানীতে ১২০০-১৪৮৫ স্কয়ার ফিট, গুলশানে ১৩২৫-১৬০০ স্কয়ার ফিট, সিদ্ধেশ্বরীতে ১১১০-১৩৯০ স্কয়ার ফিট, রাজারবাগে ১২৮০-১৬২০ স্কয়ার ফিট, পরিবাগে ১৩৭০ স্কয়ার ফিট, কলাবাগানে ১১৬০-১৩৬০ স্কয়ার ফিট এবং মোহাম্মদপুরে ১৬০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই সীমার মধ্যে আপনি পাবেন ৩ বেড, ৩ বারান্দা, ২-৩ বাথ, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, টয়লেটসহ সার্ভেন্টরুম ও ২-৩টি বারান্দা।

এই আয়তন সীমার মধ্যে এভারেস্ট হোল্ডিংস লিমিটেডের প্রজেক্ট রয়েছে সিদ্ধেশ্বরী, আর. কে মিশন রোড, বকশীবাজার, উত্তরা এবং মোহাম্মদপুরে। সিদ্ধেশ্বরী এভারেস্ট সোয়াডিসকেন্ট অন্তরাতে রয়েছে ১৪৭১, ১৪৫০, ১২৮৮, ১২২৪ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। সোয়াডিসকেন্ট অনন্যাতে ১৫৭৬, ১৫৫১, ১৫৪০, ১৪৪৩, স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট এবং সোয়াডিসকেন্ট পরমাতে ১৫০১, ১৪৫৯, ১৩১২, ১১৪৭ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট, আর. কে. মিশন রোডে এভারেস্ট অ্যাজাক্সে ১৩৬৯, ১২০৯, ১২৩৬ স্কয়ার ফিট, উত্তরার এভারেস্ট এলডোরাডোতে (পানডোরা) ১২০০, ১৫০০, ১৫৩০, ১২৫০, ১২৪০ স্কয়ার ফিট, বকশী বাজারে এভারেস্ট শাহ্ হেলিকন সেন্টারে ১২২৮, ১৩৫০, ১৩৫৪, ১৪৭৬ স্কয়ার ফিট, উর্দু রোডে এভারেস্ট কুইনে ১১৯০, ১২৪২, ১৩৭৩, ১৩০৩ স্কয়ার ফিট এবং মোহাম্মদপুরে এভারেস্ট বাতায়নে ১১৮৭ এবং ১১৯৭ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট রয়েছে। এই সীমার মধ্যে আপনি পাবেন কমপক্ষে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, ২-৩ বারান্দা। প্রজেক্টগুলোর প্রায় সবগুলো ডিসেম্বর ২০০৭ নাগাদ হস্তান্তর করা হবে।

হোম ডিজাইনের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন পল্লবী, টিকাটুলী, ক্যান্টনমেন্ট, এলিফ্যান্ট রোড এবং মোহাম্মদপুরে। মিরপুরে হোম ক্রিস্টাল প্যালেসে ১১৪০ স্কয়ার ফিট, টিকাটুলীর হোম ডলিতে ১২৭০ স্কয়ার ফিট, ক্যান্টনমেন্টের হোম স্প্রিং হারবালে ১৫৯৩-১৬০৮ স্কয়ার ফিট, হোম এরিনাতে ১২০৫-১৬০০ স্কয়ার ফিট, এলিফ্যান্ট রোডের হোম এভেরিতে ১২২০-১৩৩৫ স্কয়ার ফিট এবং মোহাম্মদপুরে হোম মাদারস্ ল্যাপে ১১০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই সীমার মধ্যে পাবেন ৩-৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ৩-৪ বাথ, ৩-৪টি বারান্দা। প্রজেক্টগুলো হস্তান্তর করা হবে আগামী ২০০৭ এবং ২০০৮-এ।

এই আয়তন সীমার মধ্যে বিটিআই-এর

মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের পক্ষে হয়তো লালমাটিয়া, কলাবাগান কিংবা উত্তরায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনা সম্ভব কিন্তু একই এলাকায় একক বাড়ি করা এবং সেই সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টের সুযোগ সুবিধা পাওয়া সম্ভব কিনা সেটা ভেবে দেখার বিষয়

অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন উত্তরা, বারিধারা, বাড্ডা, কল্যাণপুর, মগবাজার ও স্বামীবাগে।

উত্তরার জিনিয়াস হোম্‌সে ১৩৬২ স্কয়ার ফিট, ইউরোপাতে ১১৮৩ ও ১৪৯৬ স্কয়ার ফিট, ট্রাংকুইসিটি হোম্‌সে ১৩৪৬-১৩৬০ স্কয়ার ফিট, সা-সাতুরে ১৫৮৭-১৫৯১ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এছাড়া বারিধারার এসপ্লেনডারে ১১৭৫ স্কয়ার ফিট, বাড্ডায় গোরি হোম্‌সে ১১৭৩ স্কয়ার ফিট, দক্ষিণ কল্যাণপুরের কন্টিনেন্টালে ১২০৬ স্কয়ার ফিট, মগবাজারের ইম্পেরিয়ালে ১২২৭-১৫০০ স্কয়ার ফিট, গ্র্যান্ড প্লাজায় ১৪৮৫ স্কয়ার ফিট, স্বামীবাগে সেন্টুর ১১০০-১৫৪৮ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন আপনি। এই আয়তনের মধ্যে ২-৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, কিচেন, ২-৩ বাথ এবং বারান্দা পাবেন। উল্লেখ্য, প্রায় সবগুলো প্রজেক্ট ২০০৬ এবং ২০০৭-এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে।

এই আয়তনসীমায় এনা প্রোপার্টিজের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন কলাবাগান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া, শ্যামলী, উত্তরা, গ্রিনরোড, কাঁঠালবাগান, ক্যান্টনমেন্ট এবং আদাবরে। শ্যামলীতে ১৪৭৫-১৭২৫ স্কয়ার ফিট, কলাবাগানে ১১৭৫-১৪০০ স্কয়ার ফিট, লালমাটিয়া ১৪৭৫-১৭৬৫ স্কয়ার ফিট, উত্তরায় ১৩৬৫ থেকে ১৫২৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এছাড়া খিলজি রোডে ১৩৬০-১৫০০ স্কয়ার ফিট, আদাবরে ১৪২০ স্কয়ার ফিট, হুমায়ুন রোডে ১১৩০ স্কয়ার ফিট, খিলজি রোডে ১৩০০-১৫৫০ স্কয়ার ফিট, ওয়ারীতে ১১৩৫-১২৮৫ স্কয়ার ফিট এবং কলাবাগানে ১২২৫-১২৫০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে। এখানে পাবেন ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৩ বাথ, ২-৩ বারান্দা। প্রজেক্টগুলো ২০০৬ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে।

আরবান ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ধানমন্ডির এড উইনসামে ১৭০০ স্কয়ার ফিট, এড মাইসিনিয়াতে ১৫৪০-১১৯০ স্কয়ার ফিট, লালমাটিয়ার এড স্প্লেন্ডারে ১৬০০ স্কয়ার ফিট, গুলশান নিকেতনে এড ইউফোনিতে ১৪১৫-১৩৯০ স্কয়ার ফিট, উত্তরায় এড টিউলিপে ১৩০০ স্কয়ার ফিট, ক্যান্টনমেন্টের এড রেক এসপ্রিটে ১৩৪০ স্কয়ার ফিট, সেন্ট্রাল রোডে এড সেন্ট্রাল পার্কে ১৪৭৫ স্কয়ার ফিট, জিগাতলায় এড হেরিটেজে ১২৫০-১০৫০ স্কয়ার ফিট, ওয়ারীতে এড ক্রিস্টাল চামেলীতে ১১০০ স্কয়ার ফিট, ইকবাল রোডে এড জোবেদা ড্রিমসে ১৫৬০-

১৯২০ স্কয়ার ফিট, সিদ্ধেশ্বরীতে এড অরুণীতে ১৩২০-১৫৩০ স্কয়ার ফিট এবং কলবাগানে এড ইক্সেরাতে ১৩৫০-১৫৩০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই প্রজেক্টগুলোতে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট রুম, ৩ বাথ, ২-৩ বারান্দা পাবেন।

১৮০০ থেকে m‡ev”P স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট

এই আয়তন সীমার মধ্যে শেলটেকের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন বনানী, গুলশান, মোহাম্মদপুর এবং রাজারবাগে। গুলশানে সিম্ফনী এবং অপরাজিতায় ২১৮০ থেকে ২৭০০ স্কয়ার ফিট। বনানীর অনিন্দ এবং স্টেলায় ১৯৮০-২৬৬০ স্কয়ার ফিট, মোহাম্মদপুরের মাহবুব-এ ১৮০০ স্কয়ার ফিট এবং রাজারবাগের সুরমাতে ১৯০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন। এ আয়তনের মধ্যে ৩-৪টি বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, স্টাডিরুম, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট বেড, কিচেন, ৩-৪ বাথ, ৩-৪ বারান্দা পাবেন। এই প্রজেক্টগুলোর বেশিরভাগই ২০০৭ এবং ২০০৮ সাল নাগাদ হস্তান্তর করা হবে।

র‍্যাংগস প্রোপার্টিজের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন উত্তরা, গুলশান, বারিধারা, বনানী, নিকেতন, নিউ ডিওএইচএস, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, ইস্কাটন এবং ওয়ারীর লোকেশনে। এই সীমার মধ্যে আপনি পাবেন ৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং ফ্যামিলি লিভিং, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট বেড, কিচেন, ৪ বাথ, ৩-৪ বারান্দা, গার্ডেন সুবিধা ইত্যাদি।

আরবান ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্টের ধানমন্ডি এবং মহাখালী নিউ ডিওএইচএসএ এই আয়তনের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। ধানমন্ডিতে আরবান জেফারে ১৭৩৫ স্কয়ার ফিট, আরবান মালিহা গার্ডেনে ১৮০০ থেকে ১৯০০ স্কয়ার ফিট, আরবান রিজে ১৭৭৫ থেকে ১৮৫০ স্কয়ার ফিট, আরবান চিত্রনীড়ে ১৮০০ স্কয়ার ফিট, আরবান আজিজা হোমে ১৮০০ থেকে ১৯০০ স্কয়ার ফিট, আরবান রিট্রিটে ৩৭৮০ স্কয়ার ফিট এবং আরবান লোটাসে ১৬০০ থেকে ১৯০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। তাছাড়া মহাখালী নিউ ডিওএইচএসে আরবান অরণীতে ২৫২৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন। ৬ তলা এই প্রজেক্টগুলোতে পাবেন ৩-৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৩-৪ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট বেড, ৩-৪ বারান্দা। প্রজেক্টগুলো ২০০৫-এর ডিসেম্বর থেকে ২০০৭-এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে।

হামিদ রিয়েল এস্টেট এই আয়তন সীমার মধ্যে বারিধারায় তিনটি প্রজেক্ট করেছে। ২২৭৫ থেকে ২২৮৫ স্কয়ার ফিটের মধ্যে প্রজেক্টগুলোতে পাবেন ৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন, ২ বারান্দা এবং ৪ বাথ।

নগর হোম্‌সের গুলশান নিকেতনে ২১০০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এখানে পাবেন ড্রইং, ফ্যামিলি লিভিং, ৪ বেড, ডাইনিং, কিচেন, ৪ বারান্দা, ৪ টয়লেট ও টয়লেটসহ সার্ভেন্ট বেড।

একটা সময় ছিলো যখন বাড়ির লোনের জন্য মানুষকে ধরনা দিতে গিয়ে নানা রকম হয়রানির শিকার হতে হতো। এখন অবশ্য লোন স্বল্পতা, প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সাধারণ মানুষের হয়রানির সুযোগটুকুও নেই বললেই চলে। হাউজ বিল্ডিংয়ের লোন এখন অনেকটা বিলুপ্তপ্রায় বিষয়

এভারেস্ট হোল্ডিংসের উত্তরা এভারেস্ট এলডোরাডোতে (পানডোরা) রয়েছে ২ হাজার ৬৭৬ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। ৬ তলা এই প্রজেক্টে পাবেন ৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ১ রিডিং, ১ ড্রেসিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৭ বারান্দা, ৪ বাথ ও টয়লেটসহ সার্ভেন্ট বেড। প্রজেক্টটি হস্তান্তরিত হবে ডিসেম্বর ২০০৭-এ।

এই আয়তনের মধ্যে ডোম-ইনোর অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন বারিধারায় ২৪০০ থেকে ২৪৭৫ স্কয়ার ফিট, বনানীতে ২৪৫০ স্কয়ার ফিট, নিউ ডিওএইচএস-এ ২৬৫০ স্কয়ার ফিট, লালমাটিয়ায় ১৮৩০ স্কয়ার ফিট, মোহাম্মদপুরে ১৯৯০ স্কয়ার ফিট এবং উত্তরায় ২৯৭০ স্কয়ার ফিটের মধ্যে। প্রজেক্টগুলোতে রয়েছে ৩ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৩-৪ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্ট বেড এবং ৩-৪ বারান্দা।

হোম ডিজাইনের অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যাবে ইন্দিরা রোডে ১৮০০-২২৫০ স্কয়ার ফিটের এবং উত্তরায় ১৮০০ থেকে ২১০০ স্কয়ার ফিটের মধ্যে। ৬ তলা এই অ্যাপার্টমেন্টে পাবেন ৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৪ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্টস বেড ও ৪-৫ বারান্দা। হস্তান্তরের সম্ভাব্য সময় মার্চ ২০০৮।

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের এ আয়তনের মধ্যে গুলশান এবং বনানীতে প্রজেক্ট রয়েছে। বনানীর মাহবুব মেনোরে পাবেন ২৪৪৪ স্কয়ার ফিট এবং গুলশানের এপালাশিয়ান-এ পাবেন ১৮২৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট। প্রজেক্টগুলোতে পাবেন ৩-৪ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৩-৪ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্টস বেড এবং ২-৩ বারান্দা। প্রথম প্রজেক্টটি ২০০৬ এবং দ্বিতীয়টি ২০০৭-এ হস্তান্তর করা হবে।

নাভানা রিয়াল এস্টেটের প্রজেক্ট রয়েছে মোহাম্মদপুর এবং ধানমন্ডিতে। মোহাম্মদপুরে ১৮০০ স্কয়ার ফিট এবং ধানমন্ডিতে ১৮৪০ থেকে ২৬৫৫ স্কয়ার ফিটের মধ্যে পাবেন ৩-৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৩-৪ বাথ, টয়লেটসহ সার্ভেন্টস বেড, ৩-৪ বারান্দা। প্রজেক্ট হস্তান্তরিত হবে সেপ্টেম্বর ২০০৭-এর মধ্যে।

এলিয়েন প্রোপার্টির ২১০০ স্কয়ার ফিটের প্রজেক্ট রয়েছে মোহাম্মদপুরে। এতে রয়েছে ৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, টয়লেটসহ সার্ভেন্টস বেড, ৪ বাথ ও ৩-৪ বারান্দা।

এই আয়তনসীমার এনা প্রোপার্টিজের অ্যাপার্টমেন্ট পাবেন ক্যান্টনমেন্ট এবং উত্তরায়। ১২২০-১৫৭০ স্কয়ার ফিট, ক্যান্টনমেন্টে ১৬৫০-১৮০০ স্কয়ার ফিট এবং উত্তরায় ২২৭৫ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই প্রজেক্টগুলোতে ৫ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, ৫ বাথ, ৫-৬টি বারান্দা পাবেন। হস্তান্তর আগামী ২০০৭-এ।

এই সীমায় অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের প্রজেক্ট রয়েছে ধানমন্ডি, ক্যান্টনমেন্ট এবং মোহাম্মদপুরে। ধানমন্ডিতে এড রানুলেক রিভিয়েরাতে ২৭৬০ স্কয়ার ফিট। ক্যান্টনমেন্টে এড লেক এসপ্লিটে ২৬৮০ স্কয়ার ফিট এবং মোহাম্মদপুরে এড উরবিতে ১৮৬৬-১৮৮৪ এবং এড জোবেদা’স ড্রিমে ১৯২০ স্কয়ার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এই প্রজেক্টগুলোতে ৩-৪ বেড, ড্রইং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, কিচেন, টয়লেটসহ সার্ভেন্টস রুম, ২-৩ বাথ, ২-৩ বারান্দা আছে। উল্লেখ্য, প্রজেক্টগুলো হস্তান্তর করা হবে আগামী ২০০৬ এবং ২০০৭-এর মধ্যেই।

ছবি : **সালাহ্ উদ্দিন টিটো**